দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JUL 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

006

শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো সংস্কার প্রসঙ্গে

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাবলী চিহ্নিত করে কাঠামো সংস্কারের যে সুপারিশ করা হয়েছে, তার একটি সার সংক্ষেপ গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, শহর ও গ্রামের স্কুলগুলোর সুবিধায় বিরাজমান বৈষম্য দূর করার বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে এটাও প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, প্রতিটি উপজেলায় ১টি বালক ও ১টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সরকারী করার পর জাতীয়করণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে হবে। তবে মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে সরকারী উদ্যোগে ভাল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত বলে খসড়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত ব্যবস্থায় বিরাজমান বৈষম্য দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের আশঙ্কা হয়। কারণ তুলনামূলকভাবে মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে কিছু হলেও ভালো স্কুল রয়েছে। সে তুলনায় মফস্বল এলাকায় তার হার প্রায় শূন্যের কোঠায়। প্রতিটি উপজেলায় মাত্র দু'টি স্কুলকে সরকারী করে এ বৈষম্য দূর করা যাবে বলে আমাদের মনে হয় না। তদুপরি কেবল মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে সরকারী উদ্যোগে আরো ভাল স্কুল স্থাপনের ফলে বিরাজমান বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাবে। এ ব্যাপারে আমরা মনে করি, মফস্বল এলাকার স্কুলগুলোতে সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে 'ভাল উচ্চ বিদ্যালয়' হিসেবে গড়ে তোলাটাই সবচেয়ে ভালো হবে এবং তাতে প্রচলিত বৈষম্য হ্রাস পাবে। সে অনুপাতে অন্যান্য শহরে আরো স্কুল স্থাপন করা প্রয়োজন।

নতুন কোন কলেজকে অনুমোদন দেয়া বন্ধ করার সুপারিশ করে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোকে ডিগ্রী কোর্সের বদলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালুর জন্য যে উৎসাহ দানের কথা বলা হয়েছে, সেটাও বিরাজমান সমস্যা সমাধানে কোন সুফল বয়ে আনবে বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ প্রয়োজন ও সম্পদ বিবেচনা করে যদি প্রতিটি উপজেলায় ১টি বালক ও ১টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম চালু করা হয়, তবে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে ডিগ্রী কোর্স চালু করাই সঠিক হবে। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে মাধ্যমিক স্তরের ক্লাস চালু করে আর একটি করে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল খোলার কোনই প্রয়োজন নেই। গ্রামের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি, আবাসিক, যাতায়াত সর্বোপরি আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে দু'টি বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজকে স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত করাই সঠিক হবে বলে আমরা মনে করি।

'কিছুটা খরচ উঠে আসার প্রয়োজনে' নবম শ্রেণী থেকে ছাত্র বেতনের হার পরিবর্তনের যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা শিক্ষার সুযোগকে আরো সংকুচিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। অনুরূপ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুদান বন্ধ করা হলে পরিণতিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তা সিংহ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে দরজা বন্ধ করে দেয়ার মতো হবে। এ ব্যাপারে আমরা মনে করি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ব্যবস্থা চালু করে ৯ম শ্রেণী থেকে একটি সঙ্গত ও সুনির্দিষ্ট বেতনের হার চালু করা উচিত এবং সেটাই দেশবাসীর প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মোস্তফা কামাল,
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।